দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 MAY 2010
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে

অনিয়মের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তদন্ত হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তিতে কোন দুর্নীতি হয়নি। তবে এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে অনিয়মের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে তা তদন্ত করে দেখা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সামর্থ্য অনুযায়ী অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। রবিবার এমপিওভুক্তি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এমপিওর নামে কেউ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বারান্দায় টাকা লেনদেন করে রেহাই পাবে না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অনেকেই এমপিও না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। না বুঝেই অনেক কথা বলছেন। তিনি বলেন, ৭ হাজার আবেদনের মধ্যে মাত্র এক হাজার ২২টি প্রতিষ্ঠানকে এমপিও দেয়া হয়েছে। ৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১টি প্রতিষ্ঠানকে বেছে নিতে হয়েছে। ☞ এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ৩

শিক্ষামন্ত্রী

২০ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, নতুন এমপিওভুক্তির কারণে ১৩ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হলো। তবে এটা যথেষ্ট নয়। যারা এবার এমপিওভুক্তি হননি তাদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান তিনি। এমপিওভুক্তির বিষয়টি অব্যাহত থাকবে বলে মন্ত্রী জানান।

তিনি জানান, এবার এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো এর আগে এভাবে গুরুত্ব পায়নি। এবার ৩১২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, অনেক জেলায় বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। আগে অনেক জেলায়ই প্রয়োজনের অধিক এমপিও দেয়া হয়েছে। এখন ভারসাম্য আনার জন্য কোন কোন জেলায় বেশি এমপিও দেয়া হয়েছে। এতে নীতিমালা লঙ্ঘন করা হয়নি। তিনি জানান, রাজশাহী বিভাগে ১ হাজার ৮শ ৬৮টি অতিরিক্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। খুলনা বিভাগে ৭১১টি ও বরিশালে ৫৮৬টি অতিরিক্ত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব জেলার সাথে ভারসাম্য আনার জন্য স্বাভাবিকভাবেই কিছু কিছু জেলায় এমপিও বেশি দেয়া হয়েছে। যারা এমপিওভুক্ত হয়েছেন তাদের আগামী ২০ মে'র মধ্যে ৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বাক্ষরিত ছক অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বরাবর পৌঁছাতে হবে।